# আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ২০০৬

ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

আজ ৮ মার্চ। আর্ন্তজাতিক নারী দিবস। ১৮৫৭ সালের এই দিনে বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় নির্ধারণ ও কর্ম ক্ষেত্রের মান উন্নয়নের দাবীতে সোচ্চার নিউইয়র্কের নারী শ্রমিকদের ওপর নেমে এসেছিল মালিক শ্রেণীর পুলিসী নির্যাতন। সেই অমানবিক নির্যাতনের কাছে মাথা নত করেনি লড়াকু নারীরা , স্তব্ধ করা যায়নি তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। সেই অবিস্মরনীয় ঘটনা কালের প্রবাহে হয়ে ওঠে সারা বিশ্বের নারীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিরন্তর প্রেরণার উৎস। তাই ১৯১০ সালে বিখ্যাত নারী নেত্রী ক্লারা জেৎকিনের প্রস্তাব অনুসারে কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত নারীদের ২য় আর্ন্তজাতিক কংগ্রেসে ৮ মার্চকে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । নারী অধিকারের প্রতীকী এই দিনটি বৃহৎ তাৎপর্য বহন করে । সমতা , উন্নয়ন ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা খতিয়ে দেখা ও এবং শান্তি ও নিরাপত্তার শক্তিশালীকরণে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেবার দিনও বটে। তাই পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য ভুক্ত দেশসমূহেও নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যেও দিনটি আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসাবে পালন করা শুরু হয়। এবছর "ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ" - এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা পালন করছি আর্ন্তজাতিক নারী দিবস।

বিগত দশক থেকে বৈশ্বিক পর্যায়ে সকল সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়ে আসছে। রিওতে ধরিত্রী সম্মেলন, ভিয়েনায় মানবাধিকার সম্মেলন ও কোপেনহেগেনে সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নের কথা অগ্রাধিকার পেয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পরিবার থেকে রাষ্ট্রের সকল নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ জরুরী। সিডো ধারা ৭ ও বেইজিং পিএফএ তেও তাই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহনকে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে । বাংলাদেশ সরকার সিডো ও বেইজিং পিএফএ স্বাক্ষর করেছে। এর আলোকে প্রণীত হয়েছিল জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭। ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতি মালায় রাজনীতির মূলধারায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি, নারীর সমানাধিকার, সম্পত্তিতে উওাধিকার, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের বিষয় অনেক ইতিবাচক ও স্পষ্ট ছিল। দু:খজনক হলেও সত্যি , কিছুদিন আগে সরকার সকলের অগোচরে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ এর মৌলিক পরিবর্তন করেছে যার ফলে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে ব্যহত হবে। এর পাশাপাশি সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন ও এক তৃতীয়াংশ সীট বরাদ্দের জন্য নারী সমাজের দীর্ঘদিনের দাবী উপেক্ষিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ টি জনমনে আশার সঞ্চার ও আলোড়ন তুললেও পরবর্তীকালে তাদের সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা না দেওয়ায় ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে নারীর সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের অনীহা,জাতীয় নির্বাচনে নারীদের মনোয়ন দানে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছার অভাব, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি নারীর ক্ষমতায়নের পথে মূল অন্তরায় বলা যেতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল জায়গায় ভূমিকা রাখা না গেলে নারীর ক্ষমতায়নের স্বপ্ন রয়ে যাবে সদূর পরাহত। পরিবার ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য আমরা চাই :

- রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অর্ন্তভুক্ত করা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া
- পরিবর্তিত ও সংশোধিত নারী উন্নযন নীতিমালা বাতিল করা ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ পুনবহাল করা
- সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন ও একতৃতীংশ সীট বরাদ্দ
- প্রস্তাবিত ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড চালু করা
- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনসমূহ বাতিল করা

**আসুন আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেরণাকে আমরা হৃদয়ে ও কর্মে ধারণ করি**